পাঠক ফোরাম

ধর্মীয় সন্ত্রাস বাংলাভাই এবং...

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। কেন হয়নি সে প্রশ্নের উত্তর- 'উপর মহল'। ১৮ জুলাই বাংলা ভাইয়ের ১১জন ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এদের আবার কোনো রহস্যময় কারণে ছেড়ে দেয়া হবে না তো? দেশে যে উগ্রপন্থি মৌলবাদী চক্রের তৎপরতা রয়েছে, আমাদের সরকার তা স্বীকার করতে চায় না। যখন ফারইস্ট ইকোনমিক রিভিউ বা নিউইয়র্ক টাইমসে সন্ত্রাসী তৎপরতার ছবিসহ নিউজ ছাপা হয়, তখন স্বীকার করতে বাধ্য হয়। প্রধানমন্ত্রী বাংলাভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিলেন গত বছরের ২৩ মে। কিন্তু এক বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। কেন হয়নি তিনি কি তা জানতে চেয়েছেন? উত্তর- 'চাননি'।

ফাইয়াজ রহমান অনীক
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

আমার ঘুম আসে না রে...

আমাদের বাক্‌সর্বস্ব অর্থমন্ত্রীর অধিকাংশ কাজ অপছন্দ করলেও সাম্প্রতিক একটি সিদ্ধান্ত আমাদের মনঃপুত হয়েছে। সেটি হলো, বিমান প্রতিমন্ত্রীর বিমান কেনার প্রস্তাব বাতিল করা। বর্তমান জোট সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ব্যর্থ ব্যক্তি হলেন বিমান প্রতিমন্ত্রী মীর নাসিরউদ্দিন। কোন জনরায় ছাড়াই শুধু ক্ষমতার কেন্দ্রের আশীর্বাদে এই ভদ্রলোক বিমান মন্ত্রীর পদ আঁকড়ে আছেন। এবং তার ব্যর্থতার ভারে বাংলাদেশ বিমান ডুবতে বসেছে। যেখানে সেখানে বিমান মুখ থুবড়ে পড়ছে।
আশ্চর্য হই দেখে এই ব্যর্থ লোকটি ৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এক সঙ্গে ১০টি বিমান কেনার প্রস্তাব করে কোন আক্কেলে? দেশটি যে বাংলাদেশ, তিনি বোধহয় তা ভুলে বসেছেন। আমাদের অর্থমন্ত্রীকে এই প্রথম দেখলাম বিমান প্রতিমন্ত্রীর পাতা ফাঁদে পা না দিয়ে তার অর্বাচীন প্রস্তাব নাকচ করতে। আপনাকে ধন্যবাদ অর্থমন্ত্রী। বিমান প্রতিমন্ত্রীর অব্যাহত ব্যর্থতার জন্যে তাকে করুণা করলেই চলে।

আখতারুল আলম বাবলু
লাহাগড়া, নড়াইল

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গণতন্ত্রের মূল ধারায় আমরা একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছি। '৯০-এর উত্তাল গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, ২০০৫ সালে এসে তা তরতাজা তারুণ্যে রূপ নিয়েছে। গণতন্ত্রের এই ধারা অব্যাহত রাখতে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি আরো সুসংহত করতে হবে। এখন যে পদ্ধতি আছে তাতে রয়েছে বেশ বড় ফাঁক। সে ফাঁকের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে যেতে পারে আমাদের চির আরাধ্যের গণতন্ত্র। সুশীল সমাজ, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সমাজ সংস্কারক, বুদ্ধিজীবীসহ সব মহল দাবি তুলছে বিরাজমান প্রক্রিয়া সংস্কারের। তারা বলছেন, তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি চমৎকার। পৃথিবীতে দৃষ্টান্তমূলক। সেই সঙ্গে বলছেন, এই পদ্ধতি যাতে কোনো লুটেরাদের হাতের হাতিয়ার না হয়ে যায়।
আমি দেশের ছোট একটি জেলা শহরে থাকি। অবসরপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা। টিভি দেখি, পত্রিকা পড়ি, আর ভাবি, আমাদের এই সুন্দর দেশকে আরো সুন্দর করার জন্য গণতন্ত্রের বিকল্প নাই। সরকার ও বিরোধী দলসহ সব সমাজকেই বলি, যেটা ভালো হয় সেটাই করা উচিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির যে ফাঁকফোকরগুলো আছে তার সুষ্ঠু সুরাহা করতে হবে। যাতে আমাদের সামনের প্রজন্মকে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে পারি।

জুলফিকার রহমান খান
মালতিনগর, হাইস্কুল রোড, বগুড়া

র‍্যাবের রিপোর্ট কার্ড

বর্তমান চারদলীয় সরকার সন্ত্রাস দমনের জন্য কতই না অভিযান চালাচ্ছে। কিন্তু সন্ত্রাস, খুন ছিনতাই ডাকাতি চারদলীয় সরকার বন্ধ করতে পারল না। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই আমরা দেখতে পাই এসবের কারণে মানুষের মধ্যে সব সময় একটা অস্থিরতা, আতঙ্ক কাজ করে। বর্তমান সরকার মানুষের জ্ঞানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। আমি দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হয়ে বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যেহেতু আপনারা এখন ক্ষমতায়, তাই ইচ্ছা করলে যেকোনো আইনই সংসদ থেকে পাস করতে পারেন। আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, দেশের সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে র‍্যাব বাহিনী যাতে সব সময়ের জন্য রাখা যায় সেই আইন পাস করুন। এতে জনগণ উপকৃত হবে। আপনাদের কথা স্মরণ করবে দেশবাসী।

শাহিন আহমেদ
বরিশাল বিএম কলেজ, বরিশাল

আইন সবার জন্য

পুলিশ সদস্যদের একাংশের বিরুদ্ধে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ অনেক পুরনো। কিন্তু ইদানীং তাদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, ছিনতাই ও হত্যার মতো গুরুতর অভিযোগ আসছে এবং হাতেনাতে ধরাও পড়ছে। ২৯ জুন রাজধানীর ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্ট জুলফিকার আলী এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সৌদির রিয়ালসহ প্রায় ১৪ লাখ টাকা ছিনতাই করে ধরা পড়ে। গত ১৭ এপ্রিল চট্টগ্রামের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পুলিশ কনস্টেবল মতিয়ার ১০ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এসব জঘন্য অপরাধ করেও তারা শাস্তি হিসেবে ভোগ করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলির আদেশ। এই যা! এটা তাদের ভাষায় শুদ্ধি অভিযান। এই শুদ্ধি অভিযানে দেখানো হলো ২০ জন ট্রাফিক সার্জেন্টকে ঢাকার বাইরে বদলি। তারা নতুন যে স্থানে বদলি হয়ে যাবে সেখানে গিয়ে এরকম ডাকাতি করবে না, এ গ্যারেন্টি কে দেবে? আমাদের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নাকি পুলিশের আইজি। আমরা জানি চাঁদাবাজি ও ছিনতাই আইনের দৃষ্টিতে ফৌজদারি অপরাধ। অথচ অপরাধের আইনানুগ বিচার না করে শুধু বদলি করে শুদ্ধি অভিযান করা হলো। এতে আইনের প্রতি

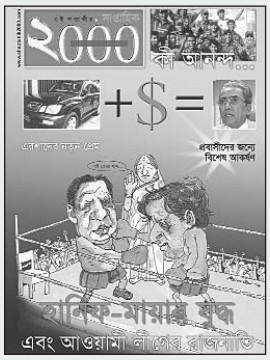

পদত্যাগ কোনো শাস্তি নয়...

সম্প্রতি বহুল আলোচিত নাইকোর গাড়ি কেলেংকারিতে জড়িয়ে একজন প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগকে কেউ কেউ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখতে চাচ্ছে। আমি এটা একেবারেই দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখতে চাই না। এরশাদের বহু কুকীর্তির সহযোগী, যার সম্পর্কে দেশের মানুষ অবগত, সেই তো মোশাররফ...
দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে যে ব্যক্তিটি সিদ্ধহস্ত, পদত্যাগ করলেই কী তার সব অপরাধের ক্ষমা হয়ে যাবে? অপরাধের জন্য শাস্তি চাই, শাস্তি...। তবেই না দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে- এদেশের ক্ষমতাসীন সরকারের মন্ত্রীরও শাস্তি হয়।

অপু আলী, খুলনা

কতটা শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো হলো?

মাহী
সিলেট

বাজারে আগুন

নাগরিক মন্তব্য জাতীয় দৈনিকে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্যে আহত হয়েছি। তিনি স্বীকার করতে চান না দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধির কথা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো কাজীর দেউরী বাজার কিংবা হাতিরপুল বাজারে থলে হতে নিয়ে বাজার করতে যান না। সে জন্য আলুর দাম কত, মশুরের ডাল কত, মোটা চাল কত সয়াবিন তেলের দাম কত তিনি জানেন না। কিন্তু উনি দেশ চালাচ্ছেন। এর মধ্যে সামান্য রান্নাঘরের আলু-পটলের খবর নেয়ার-সময় কই? এ জন্যই তো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মহান সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'বাজারে জিনিস পত্রের দাম বাড়েনি!' উনি দেশের মাথা, আমাদের অভিভাবক, আর সে জন্যই হয়তো বা দুর্দিনে আমাদের নিরাশ করতে চাননি।

সাইফুল ইসলাম
চেরাগী পাহাড়, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম

শহরের মৃত্যু

শহর থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ, খোলা মাঠ। আকাশচুম্বী বিলবোর্ডে ঢেকে যাচ্ছে ঢাকা। প্রিয় চেনা এই শহরকে আজ অচেনা মনে হয়। আমার বয়স এখন প্রায় ৬০ বছর। নারিন্দার বাড়ি ছেড়ে এখন লালমাটিয়ায় স্থানীয়ভাবে বসবাস করছি। এ শহরের পরিবর্তন দেখেছি, পরিবর্ধন দেখেছি। কিন্তু তা ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক পরিবর্তন। যেখানে সেখানে অ্যাপার্টমেন্ট, শপিং কমপ্লেক্স, অফিস। কারো যেন কিছু বলার নেই। আমি বুঝি না আমাদের শপিং কমপ্লেক্স প্রয়োজন। ধানমন্ডি এখন শপিং কমপ্লেক্স জোন। আমার তো দিন শেষ প্রায়। কষ্ট হয় আগামী প্রজন্মের জন্য, যারা এই শহরে বড় হবে, বেড়ে উঠবে দুর্বিষহ পরিবেশে।

ডা. মোসাদ্দের আলী
লালমাটিয়া, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

আমাদের কথা কেউ শোনে না

পুরান ঢাকার ফরিদাবাদ ও গেন্ডারিয়া এলাকায় নানা সমস্যা রয়েছে। এলাকায় পানি সমস্যা এখন প্রকট এবং গেন্ডারিয়াস্থ লোহারপুলের রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। এই গরমে দিনে এবং রাতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও লোডশেডিং এলাকাবাসীর কাছে অসহনীয়। স্ট্রিট লাইট জ্বলে না, ম্যানহোলের ঢাকনা নেই। জলাবদ্ধতা, ময়লা-আবর্জনা দূর করার কোনো উদ্যোগ নেই। এলাকায় নেই মেয়েদের জন্য তেমন কোনো ভালো স্কুল। গ্যাস সংকট লেগেই আছে। রাস্তাঘাটে মাদ্ধাতার আমলের গরুরগাড়ি ও ঠেলাগাড়ির যন্ত্রণা। এলাকার সরু রাস্তাগুলো বড় করার সরকারি উদ্যোগ নেই। রাস্তায় রাস্তায় ওয়েল্ডিং ও ঢালাই কারখানার জন্য এলাকার পরিবেশ আজ বিপন্ন। খেলার মাঠ, স্ট্রিট টয়লেট, পার্ক এবং বিনোদনের যথেষ্ট অভাব। বর্তমানে পরিবেশ দূষণে ভরপুর পুরান ঢাকার ফরিদাবাদ ও গেন্ডারিয়া এলাকা। ঐ সব এলাকা আজ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এলাকার ড্রেন, নর্দমা এবং রাস্তাঘাট নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। শিক্ষিত বেকার আর অশিক্ষিত বেকারত্বের জন্য এলাকার তরুণদের জীবন আজ হতাশায় নিমজ্জিত ও বিপন্ন। তারা চাকরির কোনো কূল-কিনারা না পেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। অভিভাবকরা চিন্তিত এবং অসহায়। মহল্লায় মহল্লায় অহরহ চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। হেরোইনসেবী ও ভাঙ্গাড়িদের উৎপাতে বাড়িঘর, রাস্তাঘাটে কোথায়ও লোহা-লক্কড়ের জিনিষপত্র রাখা যাচ্ছে না। সবই তারা খুলে নিয়ে যাচ্ছে। এলাকায় টহল পুলিশের অভাব। এ অবস্থায় জনগণ ও এলাকাবাসীর স্বার্থে পুরনা ঢাকার ফরিদাবাদ ও গেন্ডারিয়া এলাকার বিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী
হরিচরণ রায় রোড. ফরিদাবাদ, ঢাকা

প্রতিক্রিয়া : জর্জ কোটান

শফিকুল ইসলাম মানিককে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্র বাধ্যতামূলক অব্যাহতি দেবার পর বিদেশ থেকে উড়িয়ে এনেছে জাতীয় দলের সাবেক কোচ জর্জ কোটানকে। কোটান ভালো কোচ মানলাম, কিন্তু ' বাংলাদেশের ফুটবলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার' এই মন্তব্য মানতে রাজি নই। বাংলাদেশের ফুটবলের ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকার হয়, তাহলে তা আলোকিত করার চেষ্টা করুন। আর তা যদি না পারেন তাহলে এখানে এসে লাভ কী বলুন?

সাইদুল হক
রায়ের বাজার, ঢাকা

চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

সরকার যা বলে সত্য বলে

অস্ত্র থাকলে অস্ত্র পাওয়া যাবে। আর তাই প্রতিদিন এ কে-৪৭সহ বিভিন্ন অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। ক'দিন আগে নাইখ্যংছড়িতে বেশ কয়েকটা এ কে ৪৭ পাওয়া গেলো। আবার সিলেটেও একই দিনে কয়েকটি গ্রেনেড পাওয়া গেলো। এই অস্ত্রগুলো পাওয়া যাওয়ার খবর পেলেও, পরবর্তীতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হলো সে খবর আমরা পাই না। অনুসন্ধানী- সাংবাদিকরা মাঝে মাঝে দু-একটি খবর প্রচার করেন।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের দেশে অস্ত্রগুলো আকাশ থেকে পড়ে, সন্ত্রাসীরা তা কুড়িয়ে নেয়, পুলিশ আবার তা সংগ্রহ করে। পুলিশ সংগ্রহ করে থানায় আনতে আনতে বরফখন্ডের মতো বাতাসে মিশে যায়।

এ কারণে সরকার বুক ফুলিয়ে বলে, দেশে সন্ত্রাস নেই, সন্ত্রাসী নেই। দেশ বড়ই ভালো আছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নাখালপাড়া, ঢাকা

সন্ত্রাস এবং ছাত্ররাজনীতি

আর কত দিন এভাবে রক্তের বন্যা দেখতে হবে আমাদের? যে ছেলেটি বাড়ির জমিজমা বিক্রি করে পড়তে আসে একটি ডিগ্রির জন্য, অথচ বাড়িতে ফিরতে হয় লাশ হয়ে। সমাজবিজ্ঞানের শেষ বর্ষের ছাত্র রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী লিটনের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। এটা কোনো স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়, পুলিশ অথবা র‍্যাব বাহিনীর বর্বর নির্যাতনের মৃত্যু নয়। এই হত্যা একই সংগঠনের মধ্যে কোন্দল এবং শেষ পরিণতি লাশ হয়ে ঘরে ফেরা। এটাকে কি ছাত্র রাজনীতি বলে? এই কি আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ের রাজনীতি? দুঃখের বিষয়, উপাচার্যের ভাষ্য তিনি ছাত্রদলকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। তিনি বিশ্বাস করেন না এটা ছাত্রদলের কাজ। তার ভাষায়, কিছু বিপথগামী এই জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে। কী সুন্দর যুক্তি! মাননীয় উপাচার্য, আর কতজনের মৃত্যুর পর ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে আনবেন?

ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দল থেকে বিযুক্ত করতে হবে। না হলে ১৪ বছরে ১২ জনের তালিকা হয়েছে, তা আরও দীর্ঘ হবে। আগামী ২০ বছরে এর হিসাব কোথায় যেতে পারে সেটাই চিন্তার বিষয়।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
পশ্চিম চৌকিদেখী, সিলেট